ইউনিট ১

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়

ভূমিকা

রাষ্ট্র হল এমন একটি জনসমষ্টি আধ্যুষিত ভূ-খন্ড যার একটি সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। আর ইসলামী রাষ্ট্র হচেছ, যে রাষ্ট্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীআতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে ''দারুল ইসলাম বলা হয়।'' ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণও মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের মুসলিম হওয়া, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কুর-আন-সুন্নাহর বিধান মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনাই যথেষ্ট। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ডে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মজলিসই শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদান এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রও কতগুলো উপদান দ্বারা গঠিত। যেমন-জনগোষ্ঠী, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি। ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে ঐতিহ্যমন্ডিত আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং মৌলনীতিমালা। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস প্রভৃতি মৌলিক উৎসের উপর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। আলোচনার সুবিধার জন্য এ ইউনিটে মোট চারটি পাঠ থাকবে।

পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ ঃ ১ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী
- ❖ পাঠ ঃ ২ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান।
- ❖ পাঠ ঃ ৩ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি
- ❖ পাঠ ঃ ৪ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎস।

পাঠ ঃ ১

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও গঠন প্রণালী

রাষ্ট্রের পরিচয়

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজের বৃহদায়তন সংগঠনটির নাম রাষ্ট্র। মানুষ কতকগুলো নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক। এ সমস্ত নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করে সমাজ জীবনকে সুনিয়ন্ত্রণ ও সৎপথে পরিচালনা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র হল সমাজ জীবনের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আর এটা মানব সমাজের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনও বটে। ইসলামী নীতি ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র সুষ্ঠু ও কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বিভিন্ন মনীষীর অভিমত

মনীষী **এরিস্টেটলের** মতে, "রাষ্ট্র হল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি যার উদ্দেশ্য- একটি যথার্থ এবং আত্মবিসর্জনমূলক জীবন উপহার দেয়া।"

অধ্যাপক লাস্কী বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ভূ-খন্ড-ভিত্তিক সমাজ যা সরকার এবং জনগণের মধ্যে বিভক্ত এবং ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল সংগঠনের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে।"

অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যারা বহিরাক্রমণ থেকে মুক্ত এবং যাদের সরকার সুসংহত। যার প্রতি বিপুল জনসংখ্যা স্বভাবতই আনুগত্য প্রকাশ করে।"

সুতরাং রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি, যারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বাস করে এবং যাদের একটি সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়

ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে, যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীআতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্য কথায় বলা যায়-

যে রাষ্ট্রে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভূত্ব, আধিপত্য ও আইন প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট সকলেরই দায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে বলা হয় দারুল ইসলাম (دار الإسلام)। এ পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র হলো 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রাজ্য'। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনীষী ও ফিকহবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে 'দার' (دار) শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' বা এরই সমার্থক। ফিকহবিদগণ দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন -

دار الإسلام اسم للموضع الذى يكون تحت يد المسلمين

"দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হল এমন ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।"

এ সংজ্ঞায় কতিপয় বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যা একটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। যথা একটি ভূখন্ড, অধিবাসী এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ। মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন বলে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর তাহল ইসলামী আদর্শ। কেননা একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানগণ আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন-সুন্নায় বিশ্বাসী বলে তারা যখন পৃথিবীর কোন ভৌগোলিক এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন তারা ইসলামী আদর্শ ও বিধান মুতাবিকই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। আর এটাই সাধারণ দাবি।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়েছে-

هى التى تظهر فيها شعائر الإسلام بقوة المسلمين و منعتهم

"ইসলামী রাষ্ট্র হল এমন দেশ, যেখানে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত।"

এ সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্রের আদর্শ ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কথা। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে রাষ্ট্রের অপরাপর উপাদানের কথাও। যেমন নাগরিক ও ভৌগোলিক অঞ্চল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য দেশের সকল অধিবাসীর মুসলমান হতে হবে এমন কোন শর্ত ফিকহবিদগণের দেয়া সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয় না। বরং সেখানে অমুসলিম নাগরিকও থাকতে পারে এবং থেকে আসছেও। এজন্য ফিকহবিদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন -

الذين من أهل دار الإسلام

"অমুসলিম অধিবাসীরাও দারুল ইসলামের নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত।"

অবশ্য কোন কোন ফিকহবিদ কথাটিকে আরো উদারভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য অধিবাসীদের মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্রের শাসক মুসলিম হওয়া এবং আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকা তথা ইসলামী বিধি-বিধান মুতাবিক শাসন সম্পাদন করাই 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম শাফেঈ (র) এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন-

ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفى كونها فى أيدى الإمام وإسلامه

"ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্র ক্ষমতা মুসলমানদের নেতার হাতে থাকা এবং তাকে ইসলামী বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট।"

তার মানে নিশ্চয় এ নয় যে, ইমাম শাফেঈর মতে অমুসলিম নাগরিকের ওপরও ইসলামী আইন জারি হবে। তার কথার তাৎপর্য হলো, একটি রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করার জন্য রাষ্ট্র-শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এটা হয়ে গেলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মুতাবিক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

ইবনে খালদুনের মতে- "ইসলামী শরী'আতের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই হল ইসলামী রাষ্ট্র।"

ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন ঃ "ইসলামী রাষ্ট্র হল ধর্মভিত্তিক এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সকল আইন প্রয়োগ করা যায়।"

সাইয়েদ রশিদ রিদা বলেন ঃ "ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক ধর্মতন্ত্র যা ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।"

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শামসুল আলম বলেন : আলকুরআন এবং সুন্নাভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে- "যে ভূ-খন্ডের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং শাসক ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন ঃ "কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালার আওতাধীন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

আধুনিক ইসলামিক চিন্তাবিদদের মতে ঃ "যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠে-যদি তা কুরআন, সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে তৈরি হয় তাহলে সে রাষ্ট্রকে বলা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।"

মূলত ইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অগ্রগতি ও মর্যাদা, প্রসার ও ব্যাপ্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠনটির নাম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।"

ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী

সকল রাষ্ট্রেরই গঠন প্রণালী থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী হবে নিম্নরূপ ঃ

আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে এমন একজন সক্ষম পুরুষকে যিনি যোগ্য, সৎ, খোদাভীরু ও খাঁটি ঈমানদার।

শাসনতন্ত্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হবে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক। এ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধি-বিধান প্রণীত ও পরিচালিত হবে কুরআনের আলোকে ও হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী। একক কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা কিংবা স্বার্থের পরওয়া এখানে করা হবে না।

মজলিসে-শূরা ঃ রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকান্ডে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি মজলিসে-শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতির দ্বারা মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে শরী'আতের নির্দেশ মোতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশ-

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা আস-শূরা-৩৮)

ইসলামী শরী'আতের অনুসরণ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে-শূরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা ইসলামী মূল্যবোধ মোতাবিক কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক হতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ইসলামী বিধান বহির্ভুত কিছু করা যাবে না। সরকার পরিচালনা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের উন্নতি-অগ্রগতি সাধন সব কিছুতেই ইসলামী শরী'আত প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন জারি ও প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। মানুষের গড়া কোন আইন সেখানে স্থান পাবে না। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকসহ সকল পর্যায়ে একমাত্র আল্লাহর আইন মোতাবিক সব কর্মকান্ড পরিচালিত হতে হবে। এভাবে সকলের আন্তরিকতা ও যৌথ

প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই জনগণের কল্যাণ, সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে। এরূপ ইসলামী রাষ্ট্রই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তি দিতে সক্ষম।

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সকল মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্রষ্টা আল্লহ তা'আলার বিধানের একনিষ্ঠ অনুগামী হবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। এ বিষয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

-

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৪১)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদী লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

- নামায কায়েম করা,
- যাকাত প্রদান করা,
- সৎকাজ তথা ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা,
- অসৎকাজ তথা সকল অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

এখানে নামায কায়েম করার কথা বলে সমস্ত শারীরিক ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য শারীরিক ইবাদত আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। অগত্যা কেউ যদি তা পালন না করে তবে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। যাকাত প্রদান করার কথা বলে আর্থিক ইবাদতের যত দিক রয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন ও কায়েমের সার্বিক ব্যবস্থা করাও যে রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য তা বোঝানো হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত المعروف এবং المنكر শব্দ দু'টো ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দেওয়া এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। অনুরূপভাবে সমস্ত পাপ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেওয়া এবং তা মূলোৎপাটন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ এবং কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল-

ক. রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া; খ. অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা;

গ. দেশের ক্ষমতা লাভ করা; ঘ. কতিপয় নিয়ম-নীতি দ্বারা সমাজ জীবনকে সুনির্দিষ্ট ও সৎপথে পরিচালিত করা।

২. ইসলামী রাষ্ট্রকে বলা হয়-

ক. দারুল মুসলেমিন; খ. দারুল ইসলাম;

গ. আদ-দাউলাহ্; ঘ. আল-হুকুমাহ

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ধরনের বিধান চলবে-

ক. মানব রচিত বিধান; খ. মনীষীদের রচিত বিধান;

গ. জনগণের ইচছা; ঘ. আল্লাহর বিধান।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে-

ক. রাষ্ট্রধানের ইচ্ছায়; খ. জনগণের ইচ্ছায়;

গ. রাজনীতিবিদদের ইচ্ছায়; ঘ. পরামর্শক্রমে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র রচিত হবে-

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক; খ. মানুষের ইচ্ছা ভিত্তিক;

গ. মনীষীদের চিন্তা চেতনা ভিত্তিক; ঘ. রাষ্ট্রপ্রধানের গবেষণা ভিত্তিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাষ্ট্র কাকে বলে? লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? বর্ণনা করূন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান কি কি? আলোচনা করুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী কি কি? লিখুন।
৫. ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে পরিচয়, গঠন প্রনালী ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে লিখুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান

পাঠ ঃ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- রাষ্ট্রের উপাদান কি কি তা বলতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন তা লিখতে পারবেন;
- সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকবে তা প্রমাণসহ বর্ণনা করতে পারবেন।

যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করার জন্য যেমনিভাবে কতিপয় উপাদানের প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার জন্যও কিছু উপাদানের প্রয়োজন পড়ে।

এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন ঃ রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার জন্য পাঁচটি বিষয় অপরিহার্য ঃ

১. সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী
২. একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপনার অনুসরণ
৩. একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড
৪. সার্বভৌমত্ব
৫. আর তার থাকবে ভাবগত স্বাতন্ত্র্য।

নবী করীম (স) মদীনায় যে রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তাতে রাষ্ট্রের এ সব কয়টি উপাদানই (elcments) যথাযথভাবে বর্তমান ছিল।

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক বা জনসমাজ ছিল মুহাজির, আনসার ও মদীনার অমুসলিম অধিবাসী ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান। তারা যে সামগ্রিক ব্যবস্থা মেনে চলতো তা ছিল ইসলামী শরী'আতের আইন বিধান। আর মদীনা ছিল ঐ রাষ্ট্রের ভূ-খন্ড। সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল একমাত্র আল্লাহর। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবী করীম (স) জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। সমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ছিল সুস্পষ্ট। নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যে সব চুক্তি সম্পন্ন করতেন তা পালন ও রক্ষা করে চলা জনগণের সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ছিল।

জনগোষ্ঠী

সকল রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও জনগোষ্ঠী থাকা অপরিহার্য উপাদান। জনগোষ্ঠীই যদি না থাকে তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন না। তাছাড়া জনগোষ্ঠী হতে হবে সুসংবদ্ধ। কোন বিশাল সমবেত জনগোষ্ঠী মিলে রাষ্ট্র হয় না। যেমন হজ্জের সমবেত জনতা মিলে একটি রাষ্ট্র হয় না। অনুরূপভাবে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে কোন জনগোষ্ঠী নেই ; তাই সেখানে রাষ্ট্রও নেই, অথচ সেখানে ভূখন্ড আছে। একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশকে অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের অনুসারী হতে হবে। অমুসলিম জনগণও ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃংখলা মেনে এর নাগরিক হতে পারে।

ভূ-খন্ড

সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীই রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নয়-এর জন প্রয়োজন একটি ভূ-খন্ড । তবে ভূ-খন্ড নির্দিষ্ট হতে হবে। যে কোন স্থানে যে কোন রাষ্ট্র হতে পারে না। আবার ভূ-খন্ড স্থায়ী হতে হবে। যাযাবররা এখানে সেখান ঘুরে বেড়ায় বলে তাদের রাষ্ট্র ও সরকার নেই। ভূ-খন্ড বলতে স্থল ভাগকে বুঝায়। ভূ-খন্ড স্থল ভাগ হলেও স্থলভাগ সংলগ্ন নির্দিষ্ট সামুদ্রিক অঞ্চল ও আকাশ সীমা ভূ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত। জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজন। ভূ-খন্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। ক্ষুদ্র ও হতে পারে আবার বিশাল-বিস্তৃতও হতে পারে, তবে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে হবে।

সরকার

রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকারের মাধ্যমেই দেশের জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। আবার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দরকার। আর সে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকার। সরকারই রাষ্ট্রের ভেতরে- বাইরে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করে। সরকার ব্যতীত আইন শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের জন্য সরকার থাকা অপরিহার্য। একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে শুধু মুসলমান সংখ্যাধিক্য হলেই ইসলামী সরকার কায়েম হয় না। সরকার মুসলমানদের দ্বারাই নির্বাচিত ও গঠিত হতে হবে। রাষ্ট্রের সরকার গঠিত হবে ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু লোকদের সমন্বয়ে, যাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সরকার হবে মুসলমানদের জন্য "উলিল আমর (নির্দেশ দাতা)" এ প্রকার সরকারের আনুগত্য করা জনগণের উপর ফরয। এটি একটি অপরিহার্য ইবাদাতও বটে।

ইসলামী সরকারের আদেশ লংঘন করা কঠিন পাপ এবং এ জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে জনগণকে বোঝায়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার বলতে বুঝায় আল্লাহর বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী একটি সংগঠন এবং আল্লাহর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের প্রতীক।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। অনৈসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোত্র, শ্রেণী অথবা বিশেষ জনগোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র তার অধীনস্থ জনগোষ্ঠী ও সংগঠনগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের কারণে একটি রাষ্ট্র অন্য সকল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। অতএব সার্বভৌমত্ব হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্যহীন চরম ক্ষমতা।
ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের উক্ত ব্যাখ্যা অচল। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে। সরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন আইন রচনার অধিকারী নয়। এ মর্মে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ

"জেনে রাখুন, সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই।" (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪)
ইসলামী রাজনীতিতে সার্বভৌম (Sovereingty) একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে সবই তাঁরই অনুগত। (সূরা আলে-ইমরান : ৮৩)
শাসন ক্ষমতা ও আইন রচনা এবং প্রভুত্বে নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কোন ব্যক্তি মানুষ, পার্লামেন্ট বা কোন রাজশক্তিও এই দিক দিয়ে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর এই সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এই ব্যাপারে কেউই তাঁর শরীক নয়।

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ

"সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই।" (সূরা আল-ফুরকান : ২)

কারণ কুরআনের ঘোষণা-

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।" (সূরা ইউসুফ : ৪০)

وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَداً

"তিনি কাউকেও নিজ কতৃত্বে শরীক করেন না।" (সূরা আল-কাহাফ : ২৬)

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বে- ঞ্চলী বলেন ঃ "সার্বভৌমত্ব্যের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মধ্যেই নিহিত।"

কুরআন বহু শতক পূর্বেই ঘোষণা করেছে-

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

"তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।" (সূরা আল-বুরূজ : ১৬)

তিনি মহান। মহানত্ব তাঁর একটি বিশেষ গুণ। এই গুণ বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। বস্তুত তাঁর সার্বভৌমত্ব সর্বাত্মক ও অবিভাজ্য। এটাই হচ্ছে তাওহীদের মূল কথা। একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের জন্য এক একজনকে সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা পরিস্কার শিরক। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট -এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশের জন্য কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

"অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব।" (সূরা ইয়াসীন : ৮৩)

এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মেলে।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'মালাকূত' এর পরিবর্তে সুলতান (سلطان) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন-

التمكن من القهر

"প্রবল পরাক্রম আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।"

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

هو التصرف بالأمر والنهى فى الجمهور

"জনগণের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের বিধান প্রয়োগ করার প্রশাসনিক ক্ষমতা।"

আল্লামা আলুসীর মতে ঃ সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তাই সার্বভৌম। আর 'মালাকূত' অর্থ سلطان قاهر (স্বীয় প্রবল পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত শক্তি)।

তবে এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নবীগণের মাধ্যমে প্রয়োগ হতো। পৃথিবীতে কোন নবী আর আসবেন না। এ জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হচ্ছেন খলীফাগণ অর্থাৎ খিলাফতের অধিকারী শাসকবর্গ। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকবে। কিন্তু এ বিভাগগুলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহনকারী পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীআতের বাইরে কোন কাজ করতে পারবে না।

তাই খলীফা ও শাসকবর্গ যদি আল্লাহর শরীআতের বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করে বা তাঁর বিপরীত কোনো অর্ডিনেন্স জারী করে অথবা জাতির প্রতিনিধিরা তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হলে এ উভয় অবস্থায়ই সে কাজটি শরীআতের সনদবিহীন বলে গণ্য হবে এবং সার্বভৌমত্বের নির্দিষ্ট সীমালংঘন করার কারণে তা বাতিল হয়ে যবে। কেননা জাতির প্রতিনিধিদের বা শাসকদের সার্বভৌমত্ব হলো বাস্তবায়নের সার্বভৌমত্ব (Executiong soveregnty), তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর শরী'আতকে কার্যকর করার মধ্যে। কোন নতুন শরীআত বা শরীআত বিরোধী আইন রচনা করে তা জারী করার তার কোন অধিকার নেই। এটাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক

ক. শুধু মুসলিম হতে হবে; খ. শুধু আহলে কিতাব হতে হবে;
গ. মুসলিম-অমুসলিম সবাই হতে পারবে; ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

২.জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন তাহল-

ক. রাজনৈতিক দল; খ. সরকার;
গ. রাষ্ট্র; ঘ. অর্থনীতিবিদগণ।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী-

ক. সরকার; খ. পরামর্শ সভা বা মজলিসে শূরা;
গ. সর্বশক্তিমান আল্লাহ; ঘ. জনসাধারণ।

৪. ইসলামী সরকারের কোন আদেশ অমান্য করা-

ক. কঠিন পাপ; খ. বৈধ;
গ. ইচ্ছা করলে অমান্য করা যায়; ঘ. কখনও কখনও অমান্য করা যায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ক'য়টি ও কি কি লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর ব্যাখ্যা দিন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখন্ডের পরিচয় দিন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার বলতে কী বুঝেন, এ সরকারের কাজ কি?
৫. প্রমাণসহ ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদানগুলো বিস্তারিত লিখুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি

পাঠ ঃ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো লিখতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্র একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা কথাটির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে এর কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হল-

কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র

একটি জাতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। তার অধীনে কর্তৃত্ব নেতৃত্বের পরিবর্তে তাঁর প্রতিনিধি তথা খলীফার ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং সে সব বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী কার্যকর করবে, যা আল-কুরআন এবং রাসূলের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষ থেকে বুঝে শুনে এহেন ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট

ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ রাষ্ট্র ধর্ম যাজকদের কোন বিশেষ শ্রেণীকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার ধারক-বাহক মনে করে না। সমস্ত ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র দেশের মধ্যে বসবাসকারী সকল ঈমানদার লোককে আল্লাহর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের ধারক-বাহক মনে করে। আর এদের হাতেই শরীআত মোতাবেক রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োগের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন এবং পরিচালনা ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে, পাশ্চাত্য জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্রের এই নীতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্র একমত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ বলগাহীন নয়। রাষ্ট্রের আইন-কানুন জনগণের জীবন-যাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায় উপকরণ সব কিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে এমন নয়। এমনও হতে পারে না যে, যেদিকে জনগণ ঝুঁকে পড়বে, ইসলামী রাষ্ট্রও সেদিকেই ঝুঁকে পড়বে। বরং আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের হাদীস নিজস্ব নিয়ম-নীতি; সীমারেখা, নৈতিক বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাষ্ট্র এমন এক সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, যার পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ কারো নেই। সামাজিকভাবে গোটা জাতিও যদি এর পরিবর্তন সাধান করতে চায় বা করে ফেলে তাহলে মুসলিম জনগণ ঈমানের গন্ডী থেকে দূরে সরে যাবে।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই এ রাষ্ট্র পরিচালনা স্বভাবতই তাদের কাজ হতে পারে যারা তার মৌলিক দর্শন এবং বিধি-বিধান স্বীকার করে। কিন্তু তা স্বীকার করে না- এমন ব্যক্তি সে রাষ্ট্র সীমায় আইনের অনুগত হয়ে বাস করলেও রাষ্ট্র পরিচালনা করার দায়িত্ব পাবে না। তাদেরকে সেসব নাগরিকের অধিকার দেওয়া হবে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানবজাতির যে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে সে মূলনীতি স্বীকার করে নিতে পরে। কোন প্রকার ভেদ বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে সে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের যেখানেই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে নিশ্চিতভাবে তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র, তা আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হোক কি এশিয়ায় ; সে রাষ্ট্রের পরিচালকমন্ডলী কালো হোক বা সাদা হোক, ধনী হোক বা দরিদ্র হোক। এ ধরনের একটি নিরংকুশ আইন ভিত্তিক রাষ্ট্রের বিশ্বরাষ্ট্রে (world state) রূপান্তরিত হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেও যদি এ ধরনের অনেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে। কোন জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবর্তে সে সব রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা সম্ভব। কোন এক সময় তারা একমত হয়ে বিশ্ব ফেডারেশন (World Federation) প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাহভীতি ও পরহেজগারীর সাথে তা পরিচালনা করা সে রাষ্ট্রের মৌল প্রাণ শক্তি।

নৈতিক চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বই ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি ও একক মানদন্ড। সে রাষ্ট্রের পরিচালকমন্ডলী এবং শূরা বা পরামর্শ সভা এর নির্বাচনের ব্যাপারেও শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার সাথে নৈতিক পবিত্রতাও সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ রাষ্ট্রের সকল অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালিত হবে আমানত, সততা, বিশ্বস্ততা ও পক্ষপাতমুক্ত সুবিচারের ভিত্তিতে। আর তার বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার উপর, চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাবান হয়ে, শান্তিপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং সদাচরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ

ইসলামী রাষ্ট্র নিছক পুলিশের দায়িত্ব পালন করার জন্য নয়। শুধু আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা তার কাজ নয়; বরং তা হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ সাধনের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যমান

অধিকার, মর্যাদা, সুযোগ, সুবিচার, সাম্য, আইনের শাসন, ভাল কাজে সহযোগিতা, মন্দ কাজে অসহযোগিতা, আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহিতার অনুভূতি, কর্তব্যের অনুভূতি ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলের একই লক্ষে ঐকমত্য, সমাজের কোন ব্যক্তিকে জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে না দেয়া, এসব হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যমান (Basic Values)

একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র লাগামহীন এবং সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে নিরীহ দাসে পরিণত করতে পারে না। আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সামাজিক স্বার্থের দুশমন হতে পারে না। এতে ব্যক্তিকে একদিকে মৌলিক অধিকার দান করা হয়েছে; অন্য দিকে রাষ্ট্রকে উর্ধ্বতন আইন এবং শূরার অনুগত করে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সকল সুযোগ সুবিধা দান করা হয়েছে। ক্ষমতায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে নৈতিক নীতিমালার ডোরে শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তার ওপর এ কর্তব্যও আরোপ কর হয়েছে যে, রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করলে মনে প্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্য শৃংখলায় ফাটল ধরানো থেকে বিরত থাকতে হবে। তার সংরক্ষণে জান-মাল দিয়ে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য বৃহদায়তন। মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ পূর্ণ একটি রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাজ। ইসলামী নীতি ও কানুন মুতাবিক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। অপর দিকে অন্য কোন নিয়ম বা আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রকে সাধারণ রাষ্ট্র বা বিশেষ আদর্শের রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়। তবে ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক আদর্শগত ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি

- ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্মভিত্তিক আদর্শিক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা।
- ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ, যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এ নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র।
- ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকারী হলেন মহান আল্লাহ। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তা কার্যকর করেন মাত্র।
- ইসলামী রাষ্ট্রে যে পদ চায়, সে উক্ত পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সরাসরি মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে কিংবা জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা হতে হলে মুসলিম হওয়া শর্ত। এদের মধ্য হতে আস্থাভাজন সৎ, যোগ্য ও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। এখানে নিজস্ব মতামতের কোন অবকাশ নেই। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে এককভাবে মানুষের কোন আইন রচনা করার অধিকার নেই। তবে যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দিয়েছে সেক্ষেত্রে পরামর্শক্রমে আইন রচনা করতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারী সব রকম বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সকলেই এখানে ন্যায়বিচার পায়। এখানে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়।
- ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড একটি সুনির্দিষ্ট বিধানের অধীনে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত ; তবে তা অনিয়ন্ত্রিত নয়। এর অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত। তাছাড়া পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাকাত, ওশর, খারাজ, জিযিয়া প্রভৃতি বিধান চালু করা হয়।
- ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। জনগণের কল্যাণ ও সেবাদানই এখানে মুখ্য বিষয়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণ নিজেদেরকে জনগণের সেবক হিসেবেই মনে করে।
- ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নীতি ও নৈতিকতার সুস্পষ্ট বিধানের অনুসরণ করতে বাধ্য। এখানে নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হয় রাষ্ট্রের তরফ থেকেই।
- ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী শরীআত অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়। সরকার নিজস্বভাবে কোন আইন রচনার অধিকারী নন। এ মর্মে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

"জেনে রাখুন, সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই।" (সূরা আল-আরাফ : ৫৪)

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।" (সূরা-ইউসুফ : ৪০)

- ইসলামী রাষ্ট্র একটি খোদায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার উৎস ও নিয়ন্ত্রক মনে করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।
- ইসলামী রাষ্ট্র কোন ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা বা বর্ণ ভিত্তিক নয়, এটি একটি আদর্শিক চিন্তা ভিত্তিক রাষ্ট্র। দুনিয়ার যে সব মানুষ একই আদর্শ অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী তারা সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্যভুক্ত হতে পারে। আদর্শিক চিন্তাভিত্তিক হওয়াতেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব।
- ইসলামী রাষ্ট্রের শাসতন্ত্রের প্রধানত মূলভিত্তি ৪টি। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানই চলু থাকবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধানও সর্বোত্তম, সর্বসুন্দর নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ। মানুষের উপযোগী ও কল্যাণধর্মী। এতে পরিবর্তন বা এর পরিপন্থী বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।
- ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে সাথে সব রকম জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, চরিত্র সংশোধন এক কথায় সার্বিক সমস্যার সমাধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

অক্ষম, বেকার, বিকলাঙ্গ, ঋণগ্রস্ত এবং যারা সহায়-সম্বলহীন তাদের ভরণ-পোষণের গুরু দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের।

ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতির সারকথা

- আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যের স্থান সকল আনুগত্যের উর্ধ্বে থাকবে।
- সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে শাসক ও কর্মকর্তাদের মুসলিম হতে হবে।
- শাসক জনগণের প্রভু নয়, সেবক হবে।
- সরকারের বৈধ কাজের আনুগত্য সকলের কর্তব্য।
- সরকারের সমালোচনা করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।
- রাষ্ট্রের আইন-কানুন শরীআত মোতাবেক হতে হবে।
- কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সকল বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

সারকথাঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রগতিশীল কল্যাণকর আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা বিশ্বমানবতার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. সার্বভৌমত্ব কার জন্য নির্দিষ্ট?

ক. জনগণের জন্য; খ. সরকারের জন্য;
গ. সরকার প্রধানের জন্য; ঘ. একমাত্র আল্লাহর জন্য।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুন চলবে-

ক. জনগণের ইচ্ছানুযায়ী; খ. একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী
গ. রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছানুযায়ী; ঘ. কিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আর কিছু জনগণের ইচ্ছানুযায়ী।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকারী হলেন-

ক. সরকার; খ. সংসদ
গ. বিশেষজ্ঞ মহল; ঘ. মহান আল্লাহ

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে যে পদ চায় তাকে-

ক. পদ দেওয়া হয়; খ. পদের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়;
গ. পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয়; ঘ. মহান আল্লাহর বন্ধু মনে করা হয়।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি ৪টি-এর একটি হল-

ক. সংসদের মতামত; খ. জনগণের মতামত;
গ. মানব চিন্তা; ঘ. কুরআন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র- ব্যাখ্যা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্র একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র-ব্যাখ্যা করুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলোর সারসংক্ষেপ লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিত লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের উৎসমূহ কি তা লিখতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উৎস

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা কোন মানুষের আবিষ্কার বা যুগের চাহিদা মাফিক বক্তব্য নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেহেতু স্থিতিশীল কোন বিষয় নয় বরং তা যুগ ও সময়ের সাথে চলমান ; তাই কুরআন ও হাদীসে কেবল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ দেয়া হয়েছে। বাকি খুঁটিনাটি বিষয় রচনা করার ভার যুগের বিশেষজ্ঞদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রচনা করবেন। ফলে দেখা যায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উৎস দাঁড়ায় ৪টি যা নিম্নরূপ-

১. আল-কুরআন,
২. সূন্নাহ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ,
৩. উম্মাতের ইজমা (ঐকমত্য) এবং
৪. কিয়াস বা ইজতিহাদ (গবেষণা)।

নিম্নে উৎসসমূহের প্রামাণিক বিবরণ পেশ করা হল-

প্রথম উৎস ঃ আল-কুরআন

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান ও প্রথম উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَابِ مِن شَىْءٍ

"কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।" (সূরা আল-আন'আম : ৩৮)

অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, কুরআনে আমি মানবজাতির প্রয়োজনীয় সব কিছুই বলে দিয়েছি কিছুই বাদ রাখিনি। ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধানের দিকে দৃষ্টি দিলে আল্লাহর এ কথার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শরীআতের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আইন বিধান প্রদান করা হয়েছে।

যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাই কুরআনে রাষ্ট্রের মূল বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব বিষয় সম্পর্কে অকাট্য ও স্পষ্ট বিধান উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

- খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য-

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى ٱلْأَرْضِ

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন।" (সূরা আল-ফাতির : ৩৯)

- ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ.

"আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৪১)

- সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা ঃ "তারই জন্য রাজত্ব, আকাশ, পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর।" (সূরা- যুখরূফ - ৮৫)

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর"। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

- শাসন পরিচালনার ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমিতো আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন তদনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

- কুরআন আরও বলেছে-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয়না তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)
অন্য আয়াতে এসেছে তারা ফাসিক, তারা যালিম।

- ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মনগড়া আইন অচল। এ ব্যাপারে কুরআন বলেছে ঃ

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর না।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৯)
বস্তুত কুরআনেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মধারা, কার্যসূচি, শাসকবর্গের দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদির মূলনীতিসমূহ স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাস্তব আদর্শ। কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে মহানবী (স) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে। কাজেই বলা যায়- শুধু কুরআনেই নয় ; রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতেও রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধি-বিধান।
মহানবী (স) এর হাদীস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা নিম্নরূপ-
ক. নেতৃত্ব ও আনুগত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল বিষয়। এ বিষয়ে মহানবী (সাঃ) বলেন -

- "যখন তিন ব্যক্তি পথ চলে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়।" (মিশকাত)
- "যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নেবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলী (কুফরী) মৃত্যু।"

খ. নবী (স) -এর পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যিনি পাবেন: তার সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলের নবীগণ শাসন পরিচালনা করতেন। এক নবীর পর আরেক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী আসবেন না বরং খলীফা (প্রতিনিধি) হবেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর সকল দায়িত্ব পাবেন।" (বুখারী, মুসলিম)
গ. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন এক অপরিহার্য ব্যাপার। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব লাভ করে, অতঃপর সে বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি থাকতে কম উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব দান করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।"
ঘ. মহানবী (স) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপকার। তাঁর জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তিনি মদীনায় গিয়ে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাঁর সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড ও কর্মসূচি এবং যাবতীয় দলীলপত্র হাদীস ভান্ডারে রক্ষিত আছে।

কাজেই বিনা দ্বিধায় বলতে হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-ই ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূর্ত প্রতীক এবং বাস্তব রূপকার।

তৃতীয় উৎস ঃ ইজমা (ঐকমত্য)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা (ঐকমত্য)। সকল যুগের সকল মুসলমান এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতি অপরিহার্য বিষয়।

এ কারণেই দেখি, নবী করীম (স)-এর পরলোক গমনের পর তাঁর দাফনের কাজ শেষ করার আগেই তাঁর জায়গায় (খলীফা) নির্বাচন করার জন্য সাহাবীগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাছাড়া সাহাবীদের আমল এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র ও শাসন প্রভৃতি থেকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্যতা বোঝা যায়। কাজেই ইজমা (ঐকমত্য) ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম উৎস।

চতুর্থ উৎস ঃ কিয়াস বা ইজতিহাদ (গবেষণা)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার চতুর্থ উৎস হচ্ছে কিয়াস বা ইজতিহাদ। সকল যুগের সকল মুসলিম পন্ডিত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, "জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করা, রাষ্ট্র কায়েম করা ইসলামের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর এগুলো রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।

অতএব শরীআতের আইন জারি ও কার্যকরি করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য।" (ইমাম ইবনে তাইমিয়া ঃ আস সিয়াসাহ আশ-শারিআহ পৃঃ ১৭২-৭৩)

উপরিউক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কার বুঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুন কোন বিষয় নয়। বরং এটা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবতার কল্যাণ এবং ঈমানী দাবি পূরণ করা সম্ভব।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরীআতে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে বিষয়ে ইসলামী শরীআতে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় রয়েছে ইবাদত, নৈতিক চরিত্র, আকীদা-বিশ্বাস এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাজ কর্ম এবং লেন-দেন পর্যায়ে সুস্পষ্ট বিধান। গোটা মানব সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টি সম্পর্কেই সুস্পষ্ট আইন-বিধান রয়েছে ইসলামী শরীআতে। মানব সমাজের এমন কোন দিক নেই যে সম্পর্কে ইসলামী শরীআতের কোন বিধান নেই। আল্লাহ বলেছেন-

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَابِ مِن شَىْءٍ

"কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।" (সূরা আল-আন'আম : ৩৮)

অন্য কথায় আল্লাহর দাবি হলো, কুরআনেই আমি জরুরি সব কথা বলে দিয়েছি, কিছুই বাদ রাখিনি। বস্তুত ইসলামী শরীআতের বিধানাবলী আল্লাহর এ দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। শরীআতের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তা পরামর্শ ভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, ন্যায়সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধিচুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরীআতে। আর তা শুধু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই নয়, রাসূলে কারীমের (স) সুন্নাতেও রয়েছে-এর ব্যাখ্যা ও বাস্তব সম্মত বিধান। কুরআন-হাদীসে আমীর, ইমাম, খলীফা, সুলতান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলো বারবার ব্যাবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলো দ্বারা বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যার হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব রয়েছে। আধুনিক পরিভাষায় তাই হলো সরকার বা গভর্নমেন্ট। সরকার বা গভর্নমেন্ট হলো রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই যেসব আয়াতে এবং হাদীসের উক্তিতে এ পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করা একান্তই জরুরি। কেননা এগুলো শুধু পড়া বা মুখে উচ্চারণের জন্য বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, ''তা যেমন পড়া হবে তেমনি তা কার্যকর করাও হবে।'' আর এগুলো কার্যকর করতে হলে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান অনুযায়ি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য।

শরী'আতের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

তাছাড়া শরী'আতের এমন অনেকগুলো আইন-বিধান রয়েছে যা কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার-ফয়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ না করবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি বা সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পরে না। এজন্যই জনগণের উপর কোন কিছু কার্যকর করার ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা একান্তই জরুরি। এ কথাটি বোঝাবার জন্যই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন-

إن ولاية أمر الناس أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و نصرة المظلوم و كذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل و إقامة الحدود لاتتم إلا بالقوة والإمارة .

"জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র কায়েম করা দ্বীনের সর্বপ্রধান অপরিহার্য বিষয়। বরং রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি জিহাদ, ইসলাম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দন্ড জারী করা প্রভৃতি যেসব কাজ ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।" (আস-সিয়াসাহ আশ-শারীআহ, পৃ. ১৭২-১৭৩)

অতএব শরীআতের আইন বিধান জারী ও কার্যকর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহর ইবাদতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি

আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁরই ইবাদত (আনুগত) করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা আয-যারিআত : ৫৬)

কুরআনে বর্ণিত এ ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। আল্লাহ তা'আলা যেসব কথা, কাজ, (প্রকাশ্য বা গোপনীয়) ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।" (ফতওয়া-ই-ইবনে তাইমিয়া)

ইবাদত শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ, আয়-ব্যয় ও পারস্পরিক-সম্বন্ধ, এক নির্ধারিত পন্থা এবং নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। তা যদি করা হয় তাহলেই আল্লাহর মানব সৃষ্ট সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হতে পারে। অন্যথায় মানুষের জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না, মানবজীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু মানুষের জীবনকে এদিক দিয়ে সার্থক করতে হলে গোটা সমাজ ও পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে এ দৃষ্টিতে জীবন-যাপন করা তাদের সকলের পক্ষেই সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই যাপিত হয় মানুষের জীবন। আর মানুষ যে সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই হচ্ছে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। এ স্বভাব-প্রকৃতির ফলেই মানুষ যেমন ভাল হয় তেমন মন্দও হয়। যেমন হয় হিদায়াতের পথের পথিক তেমনি হয় গোমরাহীর আঁধার পথের যাত্রী। সহীহ হাদীস থেকে সমাজ ও পরিবেশের এ অনস্বীকার্য প্রভাবের কথা সমর্থিত।

ইসলামী রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠন। কেননা এরূপ একটি রাষ্ট্র কায়েম হলেই ক্ষতিকর মতবাদ প্রচার ও শরীআত বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করা সম্ভব। সমাজকে বিপর্যয় ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে রাষ্ট্রশক্তি।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরীআতের স্বাভাবিক দাবি। তাই ইসলামী শরীআত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তাগিদ দেয়। এজন্যই মহানবী (স) মদীনায় হিজরত করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. কোনটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎস-

ক. জনগণ; খ. মানব রচিত আইন;

গ. মানুষের ইচছা; ঘ. আল-কুরআন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান ও প্রথম উৎস হচ্ছে-

ক. আল-হাদীস; খ. গবেষণা;

গ. আল-কুরআন; ঘ. ইজমা।

৩. আমার পর আর কোন নবী আসবেন না বরং খলীফা হবেন, 'এটি কার উক্তি?

ক. হযরত মূসা (আ)-এর; খ. হযরত মুহাম্মদ (স) -এর;

গ. সকল নবীর; ঘ. হযরত ওমর (র) এর।

৪. ইসলামের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দন্ডাদেশ জারী করা রাষ্ট্র শক্তি ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না- এটি কার উক্তি?

ক. ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর; খ. হযরত ওমর (রা)-এর;

গ. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (র)-এর; ঘ. মহানবী (স) -এর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎসসমূহ কি কি? লিখুন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎস হিসেবে আল-কুরআন সম্পর্কে লিখুন।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎস হিসেবে আল-হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎস হিসেবে ইজমা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎস হিসেবে কিয়াস সম্পর্কে বলুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎসসমূহ বিস্তারিত লিখুন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।